রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ১২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ বৈশাখ ১৪২৮/১০ মে ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.১০৬—বন্ধুরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডিনবার্গ প্রিন্স ফিলিপ, গত ০৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর।

২। প্রিন্স ফিলিপ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, একইসঙ্গে শোকসন্তপ্ত রানী ও রাজ পরিবারের সদস্যদের জন্য এ অপূরণীয় ক্ষতি সইবার ধৈর্য ও শক্তি কামনায় আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২০ বৈশাখ ১৪২৮/০৩ মে ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২০ বৈশাখ ১৪২৮
ঢাকা: ----------
০৩ মে ২০২১

বন্ধুরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডিনবার্গ প্রিন্স ফিলিপ, গত ০৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর।

প্রিন্স ফিলিপ ১৯২১ সালে গ্রিক আইল্যান্ডের কর্ফুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে রাজকীয় নৌবাহিনীর কনিষ্ঠতম ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি রয়্যাল নেভীর একজন কমান্ডার হিসাবে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক প্রধানের পদ লর্ড হাই অ্যাডমিরাল হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রিন্স ফিলিপ ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সুদীর্ঘ সাত দশকের বেশি সময় তিনি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করেন। ব্রিটিশ রাজপরিবারের ইতিহাসে তিনিই কোন রাজা বা রানির দীর্ঘতম সময়ের জীবনসঙ্গী ছিলেন। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের পার্শ্ব-সহচর ও একান্ত সমর্থক প্রিন্স ফিলিপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে রাজতন্ত্রের নতুন কাঠামো গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে তিনি রাজ পরিবার এবং রাজতন্ত্রকে সহায়তা করেছিলেন যাতে এটি জাতীয় জীবনের ভারসাম্য এবং সুখের জন্য অবিসংবাদিতরূপে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হয়ে থাকে। তিনি ২০১৭ সালে ৯৬ বছর বয়সে রাজকীয় দায়িত্ব হতে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রিন্স ফিলিপ শুধু যুক্তরাজ্যের নয়, কমনওয়েলথভুক্ত দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছেন তাঁর কর্মের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন অসংখ্য তরুণের অনুপ্রেরণা। বাংলাদেশের জনগণের কাছে সর্বদাই সম্মানের দৃষ্টান্ত এবং কমনওয়েলথভুক্ত জনসাধারণের হৃদয়ে তিনি শক্তি ও সহায়তার মিনার হয়ে থাকবেন। প্রিন্স ফিলিপের বাংলাদেশ সফর, এদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা এবং সদয় মনোভাব জনগণের হৃদয় ছুঁয়েছিল। বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে প্রিন্স ফিলিপের মূল্যবান অবদান এদেশের জনগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের এ পরম হিতৈষীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। একইসঙ্গে প্রয়াত ফিলিপের শোকসন্তপ্ত রানী ও রাজ পরিবারের সদস্যদের জন্য এ অপূরণীয় ক্ষতি সইবার ধৈর্য ও শক্তি কামনায় আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.